কবি
দীপ সাউ

রাতের লোডশেডিং এর মাঝে বসে তিনি ক্ষীণ আলোয় কবিতা
লেখেন। তাঁর স্ত্রী রুটি সেঁকেন। আজ সাহেব অকারণে
বকেছেন। স্ত্রীর চোখের কোলে কালি হয়েছে। তিনি তার
উজ্জ্বল চোখের কথা লেখেন। কাশতে কাশতে কবি সতেজ
যুবকের গল্প লেখেন। তিনি কোনদিনই পাহাড় বা সমুদ্র
দেখেননি– হাজার ইচ্ছে সত্ত্বেও কোন যুবতীর হাত ছুঁতে পারেননি জীবনে।
তিনি তাদের কথা বলেন কবিতায়। পাঠক
পড়ে মুগ্ধ হন। দুঃসাহসী প্রেমের রোমাঞ্চে চমকান পাঠিকা।
এই ভাবেই চলে।
গাধার উদাস চোখে প্রকৃতির অনিঃশেষ সৌন্দর্য্য দেখেন।
ক্ষীণ দৃষ্টি হেতু নক্ষত্র দেখতে পান না। ভালো জ্যোৎস্না
হলে রাস্তায় সাপ খোপের ভয় কমে যায় বলে কবি আনন্দিত
হন। এই ভাবেই ব্যাঙ্গ এবং পিঠ চাপড়ানর ভেতর একজন
কবি বেঁচে থাকেন। আমরা হাত তুলে বাহবা জানাই। কবি
মারা গেলে কাগজে ছোট্ট সংবাদ বেরোয়। কয়েকজন নিজের
মৃত্যুর কথা ভেবে শোক সভা করি। ধূপ জ্বালি রজনী
গন্ধার আবহের ভেতর আমরা গল্প করি– হাসি আর
নিজেদের কথা ভেবে বিমর্ষ হই।

আবার ঘাটশিলা
দীপ সাউ

ফের ঘাটশিলা– মাথার ওপর একটা বড়ো মাছের মতো
আকাশ - কশেরুকা ও চকচকে আঁশ।
আগ্নেয় পাথরের মাঝে আমাদের ফেলে মেয়েটি
ওপারের জঙ্গলে হারিয়ে যায়...
ধু ধু বালি, তুলসী বনের ম ম করা গন্ধ আর সর্বস্ব হারানো
আমরা কজন।
নদী খলখল হাসে পাথরের গোলকধাঁধায়
পৃথিবীতে একবার মাত্র যুবতীর নৌকোয় নদী পেরোয়, রাত্রির
মতো কালো নারী।
আর সুবর্ণরেখার গর্ভে নিজেদের পিন্ড দিয়ে
ক-জন মৃত মানুষ ফিরে আসে